দৈনিক ইনকিলাব

11 MAR 1991

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

02

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার প্রশাসনিক অব্যবস্থা

শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বিষয় হলো প্রশাসনিক দিক। প্রশাসনিক ব্যবস্থার শৃঙ্খলা, দক্ষতা, কর্মতৎপরতা সর্বোপরি সৎ একনিষ্ঠতার বদৌলতে গোটা শিক্ষা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটতে পারে। একটা দেশে যতই কল্যাণধর্মী, বাস্তবসম্মত, যুযোপযোগী শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হোক না কেন তার সফল বাস্তবায়নটা কিন্তু নির্ভর করে ঐ প্রশাসনিক দিকগুলোর উপর। আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা এবং সকল স্তরের শিক্ষকদের মনে যে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ, হতাশা-বেদনা বিরাজ করছে তার জন্যে সিংহভাগ দায়ী শিক্ষার প্রশাসনিক নানা ধরনের অনিয়ম ল্যালফিতার দৌরাত্ম্য। শিক্ষক সম্প্রদায় জাতির ভবিষ্যৎ, সৎ নাগরিক তৈরীর সুমহান কারিগর হলেও, এরা আজ চরম হতাশার মধ্যে দিন যাপন করছেন।

দেশের সরকারী-বেসরকারী সমুদয় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার প্রধান প্রশাসনিক কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। চাকরির ক্ষেত্রে যাবতীয় দিক তথা বেতন, ছুটি, বদলি, পদোন্নতি, অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় বিল, পেনশন ইত্যাদির কাজ-কর্ম হয় ঢাকা থেকে। এসব ব্যাপারে প্রতিদিন শত শত শিক্ষককে দেশের প্রত্যন্ত এলাকা হতে ঢাকা আসতে হয়। সামান্য একটা ন্যায্য কাজের জন্যে বার বার ঘুরতে হচ্ছে। উৎকোচ দিতে হচ্ছে। তার পর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে কাজটি হচ্ছে, নইলে না। এ অবস্থা অতি বাস্তব এবং মর্মান্তিক হলেও সত্য এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার চালচিত্র। শিক্ষা ব্যবস্থা নীতিতে অনেক কিছুই আছে যা শুনতে ভালো কিন্তু বাস্তবে বড়ই করুণ-বেদনা বিধুর। সুমহান শিক্ষকতার পেশাকে মর্যাদাহীন, পাপ-পংকিল করে তোলার পেছনেই কেবল নয়, সার্বিক শিক্ষার মানকে নীচু করার পেছনে পরোক্ষভাবে শিক্ষার প্রশাসনিক অব্যবস্থা কম দায়ী নয়।

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ করে সরকারী স্কুল-কলেজের প্রধানই সেই প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক প্রধান। একাধারে শিক্ষক ও প্রশাসনিক প্রধানের গুরুদায়িত্ব একই ব্যক্তি তথা শিক্ষককে পালন করতে হয়। অধিকাংশ সরকারী স্কুল-কলেজের প্রধানদের কেবল প্রশাসনিক দিক নিয়েই ব্যস্থ থাকতে হয়। একটি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের টাকাটাই কেবল রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়। অপরাপর তথা ভর্তির সময় নেয়া নানা ধরনের খাতভিত্তিক ফি'র টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নামে ব্যাংকে জমা হয়। যা প্রতি শিক্ষা বছরেই নির্ধারিত খাত মোতাবেক খরচ হবার কথা থাকলেও কয়টি প্রতিষ্ঠানে এই টাকা সুষ্ঠুভাবে ব্যয় হয়। প্রতি সরকারী স্কুল-কলেজের সঞ্চিত এসব অর্থের হিসাব একমাত্র প্রতিষ্ঠান প্রধান ছাড়া কেউ জানতে পারে না। ফলে এই অর্থের গোপনীয় ব্যাপারটি নিয়েই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেখা দেয় গ্রুপিং ও পরস্পরের স্নায়ু দ্বন্দ্ব। যা শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশকে কলুষিত করে। এখানেও শিক্ষা ব্যবস্থা বা নীতির প্রশাসনিক অগণতান্ত্রিক দিকটাই দায়ী বলে আমরা মনে করি।

উপরোল্লিখিত শিক্ষার প্রশাসনিক অব্যবস্থার সুরাহাকল্পে ঢাকায় অবস্থিত শিক্ষার প্রশাসনিক দপ্তরের অব্যবস্থাকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে দেশের সকল প্রান্তের শিক্ষকগণ আপন আপন কর্মস্থলে থেকেই দরখাস্ত, চিঠিপত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ডাক যোগাযোগের মাধ্যমেই নিজেদের কাজ নিয়ম ও আইনানুযায়ী সমাধা করতে পারেন। সরকারী স্কুল-কলেজের বেসরকারী ফাণ্ডের ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে এমন আইন প্রণয়ন করতে হবে যেন প্রতি ছ'মাস অন্তর এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে স্টাফ কাউন্সিলের মিটিং ডেকে সেখানে প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদান করতে হবে। শিক্ষা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার স্বার্থে বিষয়টি কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন।

—শফিউল ইসলাম